দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 26 FEB 2003
পৃষ্ঠা 2 কলাম 8

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অনার্স ভর্তি পরীক্ষায় ব্যাপক পরিবর্তনের চিন্তাভাবনা

মোশতাক আহমেদ

ভর্তি পরীক্ষায় জালিয়াতি ও গ্রেডিং পদ্ধতি প্রবর্তনের ফলে আগামী বছর থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স ভর্তি পরীক্ষায় ব্যাপক পরিবর্তনের চিন্তাভাবনা চলছে।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, গত ১৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য অনুষদের (গ ইউনিট) ভর্তি পরীক্ষায় ব্যাপক জালিয়াতি ধরা পড়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরো অনার্স ভর্তি পরীক্ষা নিয়েই বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি জনমনে সন্দেহ সৃষ্টি হয়। জালিয়াতির কারণে ৮শ' শিক্ষার্থীর ফল স্থগিত করা হয় এবং বেশ কয়েকজন ছাত্রের ভর্তি বাতিল হয়। এই ঘটনায় উপাচার্য সকল ডিনকে ডেকে অন্যান্য অনুষদের ভর্তি পরীক্ষাতেও জালিয়াতি হয়েছে কিনা তা দেখার জন্য

(২- পৃষ্ঠা ৫-এর কঃ দেখুন)

অনার্স ভর্তি পরীক্ষায়

(প্রথম পাতার পর)

নির্দেশ দেন। পাশাপাশি আগামী বছর থেকে ভর্তি পরীক্ষায় স্বচ্ছতা আনার ব্যাপারে কি করা যায় তা চিন্তা করার জন্য বলা হয়।

জানা গেছে, আগামী ভর্তি পরীক্ষায় এইচএসসিতে গ্রেডিং সিস্টেমে পাস করা শিক্ষার্থীরা ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেবে। পাশাপাশি সনাতন পদ্ধতিতে পাস করা শিক্ষার্থীরাও পরীক্ষায় প্রতিযোগিতা করতে পারবে। কারণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স ভর্তি পরীক্ষায় এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় পাস করা শিক্ষার্থীরা প্রথম দুইবার পরীক্ষা দিতে পারে। এই কারণে দুই সিস্টেমে পাস করা শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা কেমনে নেয়া যায় সেটি এখন ভাবা হচ্ছে। তাছাড়া জালিয়াতি ঠেকাতেও কড়াকড়িভাবে পরীক্ষা নেয়ার চিন্তা করা হচ্ছে।

কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গেছে, আগামী অনার্স ভর্তি পরীক্ষায় যেসব পরিবর্তনের চিন্তাভাবনা চলছে তা হলো, দুই বছরের শিক্ষার্থীদের জন্য দুই কালারের আবেদনপত্র বিতরণ করা। একসঙ্গে এত শিক্ষার্থীর পরীক্ষা না নিয়ে আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই করে বুয়েটের মতো নির্দিষ্টসংখ্যক শিক্ষার্থীর পরীক্ষা নেয়া। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়া কোন শিক্ষার্থী দ্বিতীয়বার পরীক্ষা দিতে চাইলে সেই প্রতিষ্ঠানের অনুমতি নেয়া প্রয়োজন। এমসিকিউ পরীক্ষার পাশাপাশি মৌখিক পরীক্ষাতেও আলাদা নম্বর রাখা হতে পারে। এসব পরিবর্তনের পাশাপাশি আরও যুগোপযোগী পরিবর্তন আনা হতে পারে বলে জানা গেছে। তবে এসব পরিবর্তনের জন্য প্রতিটি বিভাগ ও অনুষদের মতামত চাওয়া হবে। আগামী কিছুদিনের মধ্যেই এসব ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে বলে জানা গেছে।

এ ব্যাপারে বাণিজ্য অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম খান বলেন, ভর্তি পরীক্ষায় জালিয়াতি ঠেকাতে যে কোন পরিবর্তন আবশ্যক। কারণ ভর্তি পরীক্ষার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম জড়িত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এসএমএ ফায়েজ বলেন, সবার সঙ্গে কথা বলে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হবে। তিনি বলেন, যেহেতু আগামী বছর থেকে গ্রেডিং সিস্টেমে পাস করা শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় অংশ নেবে, সেহেতু পরীক্ষায় পরিবর্তন স্বাভাবিক।

এদিকে গ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় জালিয়াতি ধরা পড়ার পর অন্যান্য ইউনিটেও জালিয়াতি হয়েছে কিনা তা খুঁজে দেখা হচ্ছে। অন্যদিকে বেশ কয়েকজন অভিভাবক জালিয়াতি ধরা পড়ায় গ ইউনিটের পুরো পরীক্ষা বাতিলের দাবি জানিয়েছেন। জনকণ্ঠে কেউ টেলিফোন করে, কেউ চিঠি লিখে এই দাবি জানিয়েছেন।